প্রথম আলো

তারিখ ... 1 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ক্লাসে আসাই বন্ধ করে দিল তারা

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি ●

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২৬। শিক্ষক দুজন। এর মধ্যে ১৭ জানুয়ারি এক শিক্ষক প্রশিক্ষণে গেছেন। তাই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসে ক্লাস করতে পারছিল না। এ অবস্থায় তারা শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে গত সোমবার থেকে বিদ্যালয়ে আসাই বন্ধ করে দিয়েছে।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার চরগোড়ক মণ্ডপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার গিয়ে এ চিত্র দেখা গেছে। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য গত মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জরুরি সভা করেছেন। এর পরও শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ফেরেনি।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মাঠে তৃতীয় শ্রেণীর সবুজ, মোস্তাফের, স্বপন; দ্বিতীয় শ্রেণীর রেজাউল ও চতুর্থ শ্রেণীর মোস্তা, আমিরণ খেলছে। আমিরণ বলে, 'পড়াশোনা হয় না, তাই স্কুলে আসি না।'

বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্য ফরিদ আলী জানান, বিদ্যালয়ে দেড় বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। ১৭ জানুয়ারি থেকে শিক্ষক আছেন একজন। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ক্লাসে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি গাজীবর রহমান বলেন, 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে অনেকবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি।'

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে প্রধান শিক্ষক মো. মজিবর রহমানসহ তিনজন শিক্ষক ছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর প্রধান শিক্ষক অবসরে যান। তখন সহকারী শিক্ষক মো. শফিকুল আলম ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকারী শিক্ষক শাহাদত হোসেন। ২০০৮ সালের ২২ মার্চ জায়দুল নামের এক শিক্ষক এখানে প্রেষণে যোগ দেন। ২০০৮ সালের ৩ জুন শাহাদত হোসেন অবসরে যান। তখন থেকে মো. শফিকুল আলম ও জায়দুল হক ২২৬ ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান করে আসছেন। ১৭ জানুয়ারি থেকে পাঁচ দিনের জন্য জায়দুল হক একটি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। আবার গত ২৫ জানুয়ারি থেকে তিনি এক বছরের জন্য সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্সের জন্য রাজশাহীর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যান।

চরগোড়ক মণ্ডপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুল আলম বলেন, 'অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক চায়। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও আমার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা নাই। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।'

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আপেল মাহমুদ বলেন, 'বিদ্যালয়টিতে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হবে।'